রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

২০২০ সনের ৫১ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ১৭, ২০২০

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭৩৯—৭৪৫
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯১৫—৯৩৭
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯৭৭—৯৮৮
৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) .... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ

প্রশাসন ও সমন্বয় অনুবিভাগ

প্রশাসন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৭ আশ্বিন ১৪২৭/১২ অক্টোবর ২০২০

নং ০৭.০৮২.০২৭.০০.০০.০০১.২০১৩.৩৪৪।—যেহেতু, বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মোঃ আশরাফ-উল-ইসলাম, এডিসিএজি (রিজার্ভ), সিএজি কার্যালয়, ঢাকা, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা হিসেবে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে কর্মরত থাকাকালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সাবেক স্পীকার এর ব্যক্তিগত বৈদেশিক চিকিৎসার ব্যয় সংক্রান্ত বিলটি পাশের জন্য নথির মাধ্যমে নির্দেশ প্রদান করায় সরকারের ২৭,৮৫,৩৬৪/- টাকা আর্থিক ক্ষতিসাধিত হয়। উক্ত অর্থ পরিশোধের মাধ্যমে নিজে অবৈধভাবে লাভবান হওয়ার অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে শেরেবাংলা নগর থানায় মামলা নং-৪৭ তারিখ : ২৮-১২-২০১০ দায়ের করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগের ০২-০৪-২০১৩ তারিখের ১২২ নম্বর স্মারকের বরাতে তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়।

২। যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় নিযুক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা-"সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের প্রাথমিক সর্ততা পাওয়া যায়নি" মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন। এছাড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১২-০৪-২০১৮ তারিখের এসআরও নং ১১০/২০১৮ এর অনুচ্ছেদ-২৫ এর (১) এ "কোনো সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো আদালতে একই বিষয়ের উপর ফৌজদারী কার্যধারা বা আইনগত কার্যধারা বিচারাধীন থাকলে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কোনো বাধা থাকবে না" মর্মে নির্দেশনা রয়েছে। সে মোতাবেক অর্থ বিভাগের ০৫-০৭-২০১৮ তারিখের ২৫৬ নম্বর প্রজ্ঞাপনে জনাব মোঃ আশরাফ উল ইসলাম-এর বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেয়া দেয়া হয়।

৩। যেহেতু, সিএজি কার্যালয় হতে জনাব মোঃ আশরাফ-উল ইসলাম-এর চাকরি হতে বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহারের বিষয়ে আইন ও বিচার বিভাগের মতামত চাওয়া হলে উক্ত বিভাগ হতে সরকারি আইন, ২০১৮-এর অনুচ্ছেদ-৩৯(৩) অনুযায়ী কোনো সরকারি কর্মচারী তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি বা খালাসপ্রাপ্ত হলে, তাঁর সাময়িক বরখাস্ত আদেশ, যদি থাকে, প্রত্যাহার করতে হবে উল্লেখপূর্বক নিম্নরূপ মতামত প্রদান করা হয় :

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

"বিসিএস (নিরীক্ষা হিসাব) ক্যাডারের কর্মকর্তা অতিরিক্ত উপ-মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সাময়িক বরখাস্ত) জনাব মোঃ আশরাফ-উল-ইসলাম তার বিরুদ্ধে রুরুকৃত বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দপ্তর স্বীয় বিবেচনায় জামিনে থাকাবস্থায় তার সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পার।"

৪। সেহেতু, বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মোঃ আশরাফ-উল-ইসলাম, এডিসিএজি (রিজার্ভ), সিএজি কার্যালয়, ঢাকা এর বিরুদ্ধে জারিকৃত সাময়িক বরখাস্ত আদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো এবং সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়কে কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য করা হলো। তিনি বিধি মোতাবেক উক্ত সময়ের বেতন ভাতাদি প্রাপ্য হবেন। তার কর্তৃক গৃহীত খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য বেতন ভাতা হতে সমন্বয় করতে হবে। তবে ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আদালত হতে যে রায় প্রদান করবে, সে অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আব্দুর রউফ তালুকদার
অর্থ সচিব।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
এশিয়া-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৩ কার্তিক ১৪২৭/১৯ অক্টোবর ২০২০

নং **০৯.০০.০০০০.১৮৩.২৪.০০৩.২০-৪২৭**—বাংলাদেশ ও ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত Joint Statement of the Sixth Meeting of the India-Bangladesh Joing Consultative Commission এর অনুচ্ছেদ-১৫ এর আলোকে ভারতীয় নমনীয় ঋণ (লাইন অব ক্রেডিট-LoC) এর আওতায় বাংলাদেশে চলমান প্রকল্পসমূহের কাজের অগ্রগতি মনিটরিং এর জন্য উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠনের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। কমিটি নিম্নরূপভাবে গঠন করা হলো :

কমিটি গঠন :

সভাপতি

১। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

সদস্যবৃন্দ

২। মান্যবর হাইকমিশনার, ভারতীয় দূতাবাস, ঢাকা

৩। সদস্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

৪। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)

৫। অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)

৬। সুরক্ষা সেবা বিভাগের প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)

৭। মহাপরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

সদস্য সচিব

৮। অনুবিভাগ প্রধান, এশিয়া অনুবিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

কমিটির কার্যপরিধি :

ক. এ কমিটি LoC প্রকল্প সংক্রান্ত নীতিগত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। ভারতীয় ঋণের কোনো বিষয় পরিবর্তন/পরিমার্জন/সংশোধনসহ অন্যান্য নীতি নির্ধারণী বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

খ. LoC Review Meeting এবং Joint Monitoring Team যে সকল বিষয়ে দিক-নির্দেশনা চাইবে তা এ কমিটিতে উপস্থাপন করা হবে।

গ. LoC-এর আওতাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য এ কমিটি প্রতিবছর একটি এবং প্রয়োজনে একাধিক সভা করতে পারবে।

ঘ. ভারতীয় অনুদান বিষয়ক নীতিগত সিদ্ধান্ত এ কমিটির মাধ্যমে অনুমোদন করা যেতে পারে।

ঙ. কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্যকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

২। এ কমিটি প্রয়োজন অনুযায়ী সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে

জহিরুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী প্রধান।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ২৩ আশ্বিন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/০৮ অক্টোবর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫০৮/সলিসিটর/৮৫-৭২।**—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৪ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের সিনিয়র আইনজীবী জনাব আবু মোহাম্মদ আমিন উদ্দিন-কে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল পদে নিয়োগ প্রদান করিলেন।

এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ গোলাম সারওয়ার
সচিব (দায়িত্বপ্রাপ্ত)

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বিদ্যুৎ বিভাগ
প্রশাসন-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৬ আশ্বিন ১৪২৭/১১ অক্টোবর ২০২০

নং **২৭.০০.০০০০.০৪১.১১.০০৭.১৯.৫১১**—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৭ জানুয়ারি ২০১১ খ্রিঃ তারিখের ০৫.১৭০.০২২. ২৪.০০.০৫০. ২০১০-৪৫ নম্বর প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী বিদ্যুৎ বিভাগে কর্মরত ৪র্থ গ্রেড হতে ৯ম গ্রেডের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তগণের পদোন্নতি প্রদান বিষয়ে নিয়োগবিধির আলোকে আবেদনকারী চাকুরি সংক্রান্ত ব্যক্তিগত তথ্য এবং বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন যাচাই

করে সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্ত নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি "বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটি" গঠন করা হলো :

কমিটি গঠন :

সভাপতি/আহ্বায়ক

১. সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ

সদস্যবৃন্দ

২. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম-সচিব

৩. অর্থ বিভাগের একজন যুগ্ম-সচিব

সদস্য-সচিব

৪. যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), বিদ্যুৎ বিভাগ

কমিটির কার্যপরিধি :

(ক) উপসচিব ব্যতীত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীনস্থ জাতীয় বেতন স্কেল ৯১ এর ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ গ্রেডের ক্যাডারভুক্ত ও ক্যাডার বহির্ভূত সরকারি দপ্তরে সমতুল্য পদে পদোন্নতি/নিয়োগ;

(খ) বিভিন্ন স্ব-শাসিত সংস্থায় স্থায়ীভাবে বদলিকৃত/ স্থায়ীভাবে প্রেষণে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তাগণের বেতন স্কেলের ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ গ্রেডের পদে পদোন্নতি/নিয়োগ।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো এবং এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
তাহমিনা ইয়াসমিন
উপসচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ
বৃত্তি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৬ ভাদ্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/৩১ আগস্ট ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং **শিম/শা:১৯/বা.প্র.বি.প্রভিসি-২/২০০৯-১৪১**—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর-এঁর অনুমোদনক্রমে The Engineering and Technological University (Amendment) (Act, 2001 এর ৩নং অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত Engineering and Technological University Ordinance, 1961 এর 12A ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড: আব্দুল জব্বার খাঁনকে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর পদে তাঁর যোগদানের তারিখ থেকে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ করা হলো :

(১) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে তাঁর এ নিয়োগের মেয়াদ ৪ (চার) বছর হবে;

(২) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে তিনি বর্তমান পদের সমপরিমাণ বেতনভাতাদি পাবেন;

(৩) তিনি প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন এবং

(৪) মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজন মনে করলে নির্ধারিত সময়কাল শেষ হওয়ার পূর্বেই এ নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
সৈয়দ আলী রেজা
যুগ্মসচিব।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
হজ অনুবিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৭ আশ্বিন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/১২ অক্টোবর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং **১৬.০০.০০০০.০০৩.৩৩.০৩০.১৫-৩৬০**।—যেহেতু আপনি জনাব ইসমাঈল হোসাইন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পরিচালনাকারী হিসেবে রাহবার হজ্জ ট্রাভেলস (হজ লাইসেন্স নং ১৪৬৫), ঘোড়াশাল ফেরীঘাট, স্টেশন মসজিদের পশ্চিম পাশে, পলাশ, নরসিংদী এর মালিক/মোনাজ্জেম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন; এবং

২। যেহেতু আপনি যথাযথভাবে হজ লাইসেন্স পরিচালনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৯ মোতাবেক অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন; এবং

৩। যেহেতু জনাব হাজী শাহজাহানসহ ০৬ জন আপনার এজেন্সির বিরুদ্ধে সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর নিম্নরূপ অভিযোগ দাখিল করেছেন :

"এজেন্সির অফিস রেলওয়ের জায়গায় হওয়ায় সরকার এজেন্সির অফিসসহ শতাধিক দোকান ভেঙ্গে দেয়, অভিযোগকারীগণ তাদের জমাকৃত টাকা ফেরত পাচ্ছেন না, এজেন্সির অফিস নির্দিষ্ট জায়গায় না থাকায় এর মালিককে ধরা যাচ্ছে না।" এবং

৪। যেহেতু আপনার এজেন্সির বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগটি তদন্ত কমিটি-২ তদন্ত করেছেন এবং অভিযোগকারী শুনানীতে উপস্থিত হয়ে উল্লেখ করেন অভিযোগটি তাঁর নয় তাঁর নামে অন্য কেউ করতে পারেন; এবং

৫। যেহেতু আপনার জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়েছে এবং যেহেতু জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এর ২৪.১ এ বর্ণিত শাস্তির কারণসমূহ আপনার জন্য প্রযোজ্য হয়নি;

৬। সেহেতু আপনার পরিচালিত রাহবার হজ্জ ট্রাভেলস (হজ লাইসেন্স নং-১৪৬৫)-কে অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
মজুরী বোর্ড শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২২ আশ্বিন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/০৭ অক্টোবর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪০.০০.০০০০.০১৬.৩০.০০৮.১৭-৪৩**।—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন)-এর ধারা ৩২৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার জনস্বার্থে ১৭ অক্টোবর ২০২০ তারিখ হইতে পরবর্তী ০৬ (ছয়) মাসের জন্য শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পকে উক্ত আইনের ধারা ১০০, ১০২ এবং ১০৫ এর বিধানের প্রয়োগ হইতে নিম্নলিখিত শর্তে অব্যাহতি প্রদান করিল :

শর্তাবলি :

১। অতিরিক্ত কাজের জন্য স্বাভাবিক মজুরির দ্বিগুণ হারে মজুরি প্রদান করিতে হইবে;

২। কোনো শ্রমিক দ্বারা তার সম্মতি ব্যতিরেকে কোনো কার্যদিবসে অতিরিক্ত ০৪ (চার) ঘণ্টার অধিক সময় কাজ করানো যাইবে না;

৩। বিধি-মোতাবেক সাপ্তাহিত ছুটি প্রদান করিতে হইবে;

৪। কেবলমাত্র স্বেচ্ছায় আগ্রহী শ্রমিকদের অতিরিক্ত সময় কাজে নিয়োগ করা যাইবে;

৫। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত-২০১৮) ও শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে;

৬। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যবিধি মানিয়া কাজ করার বিষয়টি নিশ্চিত করিতে হইবে;

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শাহানা জামান
উপসচিব।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৬ আশ্বিন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২১ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪২.০০.০০০০.০৩৫.১৪.০২০.১৯-২৭৩**।—বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "মধুমতি-নবগঙ্গা উপ-প্রকল্প পুনর্বাস ও নবগঙ্গা নদী পুনঃখনন/ড্রেজিং এর মাধ্যমে পুনরুজ্জীবন ও পরিবেশগত ও ভারসাম্য রক্ষা" শীর্ষক প্রকল্পে বাস্তবায়ন সমস্যা সমাধান ও সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হলো :

সভাপতি

১। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৩। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৪। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৫। অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম-সচিব (পরিকল্পনা উইং), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

৬। অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম-সচিব সেচ উইং, কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।

৭। যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন-১), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৮। যুগ্ম-সচিব (পরিকল্পনা-২), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৯। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

১০। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

১১। প্রধান পরিকল্পনা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

১২। প্রধান প্রকৌশলী (নকশা), বাপাউবো

১৩। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি।

১৪। এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি।

১৫। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের প্রতিনিধি

১৬। কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি

১৭। অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি

১৮। সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিকল্পনা শাখা-৬, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

১৯। ফোকাল পয়েন্টে কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট এলাকা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

২০। প্রকল্প পরিচালক

সদস্য-সচিব

২১। উপ-সচিব (উন্নয়ন-০২ অধিশাখা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

২। কমিটির কার্যপরিধি :

- কমিটি প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে উদ্ভূত সমস্যার বিষয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের পর্যালোচনা করা এবং সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
- কমিটি প্রকল্পের সকল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা প্রণয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন এবং অন্যান্য নির্দেশনা প্রদান করবেন;
- কমিটি প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
- কমিটি কমপক্ষে তিন মাস পর পর এবং জরুরী প্রয়োজনে যে-কোনো সময় সভার আয়োজন করবেন; এবং
- কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

তারিখ : ০৭ আশ্বিন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২২ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪২.০০.০০০০.০৩৫.১৪.০০৪.২০-২৭৫**।—বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "কুড়িগ্রাম জেলার কুড়িগ্রাম সদর, রাজারহাট ও ফুলবাড়ী উপজেলাধীন ধরলা নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণসহ বাম ও ডান তীর সংরক্ষণ" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যা সমাধান ও সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হলো :

সভাপতি

১। সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৩। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৪। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৫। অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম-সচিব (পরিকল্পনা উইং), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

৬। অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম-সচিব, সেচ উইং, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।

৭। যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন-১), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৮। যুগ্ম-সচিব (পরিকল্পনা-২), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৯। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

১০। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

১১। প্রধান পরিকল্পনা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

১২। প্রধান প্রকৌশলী (নকশা), বাপাউবো

১৩। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি।

১৪। এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি।

১৫। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের প্রতিনিধি

১৬। কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি

১৭। অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি

১৮। সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিকল্পনা শাখা-৬, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

১৯। ফোকাল পয়েন্টে কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট এলাকা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

২০। প্রকল্প পরিচালক

সদস্য-সচিব

২১। উপ-সচিব (উন্নয়ন-০২ অধিশাখা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

২। **কমিটির কার্যপরিধি :**

- কমিটি প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে উদ্ভূত সমস্যার বিষয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের পর্যালোচনা করা এবং সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
- কমিটি প্রকল্পের সকল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা প্রণয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন এবং অন্যান্য নির্দেশনা প্রদান করবেন;
- কমিটি প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
- কমিটি কমপক্ষে তিন মাস পর পর এবং জরুরি প্রয়োজনে যে-কোনো সময় সভার আয়োজন করবেন; এবং
- কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মাহমুদ হাসান
উপ-সচিব।

তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২১ আশ্বিন ১৪২৭/০৬ অক্টোবর ২০২০

নং **১৫.০০.০০০০.০১৪.০৬.০০১.১৯.১০২৬**।—জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত ৭ই মার্চের প্রকৃত ঐতিহাসিক ভাষণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিতভাবে কমিটি গঠন করা হলো।

সভাপতি

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন

সদস্যবৃন্দ

২। মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

৩। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার

৪। অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান, সভাপতি, বাংলা একাডেমী।

৫। ড. মুনতাসীর উদ্দিন খান মামুন, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও সাহিত্যিক।

৬। জনাব আশফাকুর রহমান খান, সাবেক উপমহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার।

সদস্য-সচিব

৭। মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ।

২। **কমিটির কার্যপরিধি :**

রীট পিটিশন নম্বর : ৩১৪৬/২০২০ এর নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় দলিলপত্রাদি তৎকালীন প্রকাশিত ও প্রচারিত পত্রিকা এবং অডিও বিজুয়াল ফুটেজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ০৭ মার্চ **১৯৭১** তারিখে তৎকালীন রেইসফোর্স ময়দানে প্রদত্ত প্রকৃত ঐতিহাসিক ভাষণটি নিশ্চিতকরণ।

৩। কমিটি আগামী ০১ মাসের মধ্যে এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয় বরাবর দাখিল করবেন।

৪। জনস্বার্থে এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ গোলাম আজম
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৬ আশ্বিন ১৪২৭/১১ অক্টোবর ২০২০

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০২৮.২০২০-১৯৮**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন (বিপি-৭৬০৫১০৫২৪৮) এর বিরুদ্ধে তাঁর সাবেক স্ত্রী মোসাঃ রুকসানা পারভীন কর্তৃক নারী ও শিশু নির্যাতন মামলা নং-৮৬৪/২০১৮ দায়ের করেন। তিনি গত ১৪-০৮-২০১৮ তারিখে বিজ্ঞ আদালতে হাজির হয়ে জামিন গ্রহণ করায় বিএসআর পার্ট-১ এর বিধি-৭৩ এর নোট-১ ও ২ অনুযায়ী সরকারি চাকরি হতে তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

২। যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন (বিপি-৭৬০৫১০৫২৪৮) এর বিরুদ্ধে ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধনী, ২০০৩) এর ১১(গ)/৩০ ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১, সিরাজগঞ্জ এর গত ২১-০৯-২০২০ তারিখের রায়ে তাঁকে নির্দোষ গণ্যে খালাস প্রদান করা হয়;

৩। সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন (বিপি-৭৬০৫১০৫২৪৮), সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ঢাকা রেঞ্জ-কে এ বিভাগের গত ০৮-০৭-২০১৯ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.১২.০১৩.১৩(অংশ)-১১৪০ নম্বর প্রজ্ঞাপন মূলে চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার আদেশটি বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (বি.এস.আর) পার্ট-১ বিধি-৭২ মোতাবেক এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো।

৪। তাঁর সাময়িক বরখাস্তকাল কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য হবে।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ২৭ আশ্বিন ১৪২৭/১২ অক্টোবর ২০২০

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০০৫.১৭-১৯৯**—যেহেতু, বেগম মোমেনা আকতার (বিপি নং ৮৩১২১৪৭৬৩১), সহকারী পুলিশ সুপার, সিআইডি, ঢাকা ইতিপূর্বে সহকারী পুলিশ সুপার, নৌ-পুলিশ, ঢাকা হিসেবে কর্মকালে তাঁকে পুলিশের ড্রেসরুল অনুযায়ী যথাযথভাবে পোশাক পরিধান করার নির্দেশনা প্রদান করা সত্ত্বেও তিনি ড্রেসরুল লঙ্ঘন করে নিজের মনগড়া ইউনিফর্ম তৈরি করে পরিধান করেন। গত ৩০-০৯-২০১৬ তারিখ মাওয়া ফেরীঘাটে দায়িত্ব পালনকালে পুলিশ মহাপরিদর্শক কর্তৃক যথাযথ পোশক পরিধানের নির্দেশনা প্রদান করা সত্ত্বেও ডিআইজি নৌ-পুলিশের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক কল্যাণ সভায় মনগড়া ইউনিফর্ম পরিধান করে অংশগ্রহণ করার অবিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অপরাধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় এ বিভাগের গত ১২-০৩-২০২০ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭. ০০৫.১৭-৬৫ নম্বর স্মারকমূলে তাঁকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি গত ২৩-০৩-২০২০ তারিখ উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

২। যেহেতু, তাঁর আবেদন অনুযায়ী গত ২৯-০৯-২০২০ তারিখ অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে এবং লিখিত জবাবে তিনি জানান যে, চাকরির শুরুর দিকে অজ্ঞতাহেতু পুলিশের নির্ধারিত পোশাক পরিধানের বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে তা প্রতিপালন করা হয় নি। এখন তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরে ভবিষ্যতে সঠিকভাবে পুলিশের ড্রেসরুল অনুযায়ী পোশাক পরিধানসহ আইনের প্রতি সর্বদা আনুগত্য প্রদর্শনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। একই সাথে যথাযথভাবে নির্ধারিত পোশাক না পরার বিষয়টি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে বিবেচনার অনুরোধ জানিয়ে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন;

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারের সদস্য বেগম মোমেনা আকতার (বিপি নং-৮৩১২১৪৭৬৩১) তাঁর ভুল স্বীকার করে আগামীতে নির্ধারিত ড্রেসরুল মেনে যথাযথভাবে পোশাক পরিধান করবেন মর্মে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন;

৪। সেহেতু, সার্বিক পর্যালোচনায় এবং অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় একজন নবীন কর্মকর্তা হিসেবে বেগম মোমেনা আকতার (বিপি নং-৮৩১২১৪৭৬৩১)-কে ভবিষ্যতে পুলিশের ড্রেসরুল অনুযায়ী যথাযথভাবে পোশাক পরিধান করার জন্য নির্দেশ দিয়ে বিভাগীয় মামলার অভিযোগ হতে অব্যাহতি দেয়া হলো। একই সাথে তাঁকে নির্ধারিত পোশাক পরিধান করতে হয় এমন কোন ইউনিটে পদায়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব।

আইন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৩ আশ্বিন ১৪২৭/০৮ অক্টোবর ২০২০

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৫.১৯-৫১৩**—কুমিল্লা জেলার বুড়িচং থানার স্মারক নং-২৪৮৬, তারিখ : ১৮-০৮-২০২০ খ্রিঃ-এ উল্লিখিত আসামীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধে বিজ্ঞ আদালতে মামলা রুজুর নিমিত্ত ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ আমিনুল ইসলাম
উপসচিব।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা

আদেশ

তারিখ : ২৩ আশ্বিন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/০৮ অক্টোবর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১০৯.২০১৮-৩৫৯**—যেহেতু, ডা. বিশ্বজিৎ পাল (১০০০৬৫৬), মেডিকেল অফিসার, ধামতী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, দেবিদ্বার, কুমিল্লা গত ৩১-০৭-২০১৪ খ্রি. হতে ০৭-১০-২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত মোট চার বছর দুই মাস ছয় দিন অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন;

যেহেতু, ডা. বিশ্বজিৎ পালের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক অসদাচরণ ও পলায়নের দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ০২-১২-২০১৮ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১০৯.২০১৮-৪৪৬ নং স্মারকমূলে প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, উক্ত নোটিশের প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি এবং অভিযোগ তদন্ত করার জন্য একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক উক্ত অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে ডা. বিশ্বজিৎ পালকে চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হলে কমিশন উক্ত সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত পোষণ করে; এবং

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ঘ) মোতাবেক ডা. বিশ্ববিজৎ পালকে তার অননুমোদিত অনুপস্থিতি শুরুর তারিখ ৩১-০৭-২০১৪ খ্রি. থেকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো. আবদুল মান্নান
সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পাস-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১২ অক্টোবর ২০২০ খ্রি.

নং **৪৬.০০.০০০০.০৮৫.০৬.৩৯.২০১৯-৬৭৪**—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ এর ৬(১)(গ) ধারা অনুযায়ী ড. প্রকৌশলী গোলাম মোস্তফা, প্লটঃ ২/সি, বাড়ি : ৪৭, রোডঃ ৫, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-কে পানি ব্যবহারকারীগণের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসেবে ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের সদস্য নিয়োগ করা হলো। তিনি ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের পূর্বতন সদস্য মরহুম অধ্যাপক ড. এম. এ রশিদ সরকার এর স্থলাভিষিক্ত হবেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৬.০০.০০০০.০৮৫.০৬.৩৯.২০১৯-৬৭৫**—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ এর ৭(১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের সদস্যগণের মধ্য হতে পানি ব্যবহারকারীগণের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য ড. প্রকৌশলী গোলাম মোস্তফা, প্লট : ২/সি, বাড়ী : ৪৭, রোড : ৫, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-কে ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হলো। তিনি ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের পূর্বতন চেয়ারম্যান মরহুম অধ্যাপক ড. এম. এ রশিদ সরকার এর স্থলাভিষিক্ত হবেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোহাম্মদ সাঈদ-উর-রহমান
উপসচিব।